১০|৭|২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা মঙ্গলবার ২৬ আষাঢ় ১৪০৮
১০ জুলাই ২০০১

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের পাঁয়তারা

খেয়াল রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে কোনো রাজনৈতিক দলই যেন তার ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে উত্তপ্ত করে তুলে দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে ঠেলে দিতে না পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করে তোলার নানা চক্রান্তে
বর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা
াসার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয় হলসহ বিভিন্ন এলাকা দখল নেওয়া বা দখ
হাল রাখার সম্ভাব্য সন্ত্রাসী তৎপরতার খবর জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে
ানা গেছে, কুখ্যাত সন্ত্রাসী টিক্কা গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশ অনে
রুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে। নগরীর শীর্ষ সন্ত্রাসী ও পেশাদার খুনিরা ইতিমধ্যে
বিভিন্ন এসাইনমেন্ট নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে।

আসন্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে যেকোনোভাবে সংকটময় অবস্থ
তৈরি করা হলে তা কেবল আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূ
র্বকেই অস্বাভাবিক বা কলুষিত করে তুলবে তা নয়, বরং বহু দুর্দশা
্যাগের মাধ্যমে অর্জিত গত ১০ বছরের গণতন্ত্র চর্চার গোটা প্রেক্ষাপট
র অভিযাত্রাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করবে।

লক্ষণীয় যে, দীর্ঘদিন ধরে আক্রোশ বা প্রতিহিংসামূলক সন্ত্রাসকাণ্ডে
ধ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম সীমিত হয়ে পড়েছে। তার ওপর ধারাবাহি
বামা হামলা রাজনীতির অন্ধকার দিককেই প্রকট করে তুলে ধরেছে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাস দখল-পুনর্দখলের চেষ্টা
খবর স্বাভাবিকভাবে সকলকে শঙ্কিত করে তুলেছে। হিংসা-প্রতিহিংসামূল
কর্মপ্রয়াস দ্বারা শিক্ষাঙ্গনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা কোনো কল্যাণমুখী রাজনী
চর্চা কি আদৌ সম্ভব? কেন এসব ন্যক্কারজনক আয়োজন? সহিংস তৎপর
দ্বারা ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মানে কি এই যে, সঙ্গে সঙ্গে জাতী
রাজনীতি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে? বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতা
তা অসম্ভব বলেই আমরা মনে করি। বলা প্রয়োজন, কোনো বিশে
রাজনৈতিক পক্ষ যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকালে কোনো সংক
তৈরি করে তবে তা হবে সমগ্র জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে সম্ভা
সংঘাতমূলক পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্তৃপক্ষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহ
করেছে। এ ক্ষেত্রে আমরাও একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই
ক্যাম্পাসকে অস্বাভাবিক করে তোলার যে কোনো চেষ্টা প্রতিরোধে কর্তৃপ
যেন শতভাগ নিরপেক্ষ থাকেন। কোনোরূপ পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
শিথিল সিদ্ধান্ত এ জাতীয় সংকট থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে মস্তবড়ো অন্তরা
হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছে
তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেস
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তার অন্যতম হলো আইনশৃঙ্খল
পরিস্থিতি। সারাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এ
সরকারকে কঠোর হতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে
ক্যাম্পাসকে কোনো রাজনৈতিক দলই যেন তার ছাত্র সংগঠনের মাধ্য
উত্তপ্ত করে তুলে দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে অবনতি
দিকে ঠেলে দিতে না পারে।